কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 30 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

চলতি অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দের টাকা ফেরত যাবে না

গোলটেবিল আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষায় বরাদ্দের প্রায় শতভাগই খরচ হয়ে যায়। এমনকি তিনবার শতভাগের চেয়েও বেশি টাকা খরচ হয়েছে। এবারও বরাদ্দের টাকা ফেরত যাবে না। তবে অর্থ খরচের একটা পদ্ধতি আছে। সাধারণত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে তেমন খরচ হয় না। আর আমরা খরচ করতে পারি বলেই আগামী বাজেটে অর্থমন্ত্রী শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলেছেন।'

গতকাল রবিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষায় বিনিয়োগ, প্রাকবাজেট ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি এবং ব্র্যাক যৌথভাবে এ আলোচনার আয়োজন করে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে বেশি পাস করে বলেই আমাদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আসলে শিক্ষার্থীদের দুর্বল দিক আমরা খুঁজে বের করেছি। অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোতে মেধাবী শিক্ষক দিয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। এর ফলেই শিক্ষার্থীরা বেশি পাস করছে। সংখ্যাগত দিক দিয়ে শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে। তবে এখন আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ মানসম্পন্ন শিক্ষা। এ জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি।'

মন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষা পদ্ধতি আমাদের বড় একটি সমস্যা। দেড় মাসে এসএসসি ও আড়াই মাসে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করতে হয়। আমরা পরীক্ষার সময় কমিয়ে আনতে বড় সংস্কার আনতে চাই। সাত দিনেই পরীক্ষা শেষ করতে চাই।'

শিক্ষামন্ত্রী আগামী বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ার আশাবাদ জানিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাজেটে জিডিপির ৪ শতাংশ বা বরাদ্দের ১৫ শতাংশ শিক্ষায় থাকা উচিত। আমরাও সেটা আশা করি।'

নটর ডেম ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা বলেন, 'শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ান না বলেই শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ে যায়। এখনো শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল বোঝে না। একটা স্ট্রাকচারে ফেললেই যে তা সৃজনশীল হয়ে যাবে, তা নয়। এসব বিষয় নিয়েও ভাবতে হবে।'

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মুসা বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষ এগিয়ে আসছে। সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এমনকি যারা হতদরিদ্র তারাও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ করছে। এখন এই শিক্ষাকে সময়োপযোগী করতে হবে। গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে হবে।'

মূল প্রবন্ধে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনীতির আকার সম্প্রসারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোট বাজেটে টাকার অঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেই হারে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ছে না। মোট জিডিপির কত শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণে হতাশার চিত্র পরিলক্ষিত হয়। আগামী বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা খাতের অবকাঠামো ও শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।'

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির পরিচালক ড. এস এম মোর্শেদ। আরো বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।